আলমডাঙ্গার জিসান টাওয়ারে অনৈতিক কর্মকান্ড, ৩ নারী যৌন কর্মী আটক

আলমডাঙ্গার পৌর শহরের জিসান টাওয়ারে অভিযান চালিয়ে ৩ যৌন কর্মীকে আটক করেছে পুলিশ। তারা অনৈতিক কাজে লিপ্ত হওয়ার জন্য ওই বাড়িতে অবস্থান করছিলেন।

গত শনিবার রাত ১০টার দিকে পৌর শহরের দারুস সালাম মোড়স্থ জিসান টাওয়ারের ৫ম তলা থেকে তাদের আটক করা হয়।

স্থানীয়রা জানান, উপজেলার কালিদাসপুর ইউনিয়নের মোনাকষা গ্রামের আনোয়ারের ছেলে আরজান। তিনি কাঁচামালের আড়ৎ ব্যবসায়ী।

দীর্ঘদিন আড়ৎ ব্যবসার আড়ালে পৌর এলাকার গোবিন্দপুর পালপাড়ার মৃত খাদেমুল হকের স্ত্রী মনোয়ারা খাতুন ও মেয়ে সজিনার মাধ্যমে বিভিন্ন অঞ্চলের উঠতি বয়সি মেয়েদের মাধ্যমে দেহ ব্যবসা পরিচালনা করছে।

তারা পৌর শহরের বিভিন্ন স্থানে বাসা ভাড়া নিয়ে এ পতিতা ব্যবসা পরিচালনা করছে। ইতোপূর্বে গত ১ মাস পূর্বে স্থানীয়রা ওই বাড়িতে পতিতাসহ এক যুবককে আটক করে।

মানোয়ারা ও সজিনা খাতুন গত ২ মাস পূর্বে পৌর শহরের জিসান টাওয়ারের বাসা ভাড়া নেয়। টাওয়ারের ৫ম তলায় উঠতি বয়সী তরুণীদের দিয়ে দেহ ব্যবসা করে আসছে। শনিবার রাত ১০ টায় মোনাকষা গ্রামের কাঁচামালের আড়ৎ ব্যবসায়ী আরজান পৌর এলাকার এরশাদপুর গ্রামের আতিয়ারের মেয়ের সাথে দৈহিক ঘনিষ্ঠ মুহুর্তে স্থানীয়রা তাদের আটক করে। খবর পেয়ে আলমডাঙ্গা থানাপুলিশ ঘটনাস্থলে পৌছে ওই বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে ৩ যৌন কর্মীকে আটক করে। এসময় কৌশলে আরজান ওই বাড়ি থেকে পালিয়ে যায়।

আটকৃত নারীরা হলো- গোবিন্দপুর পালপাড়ার মৃত খাদিমুল হকের স্ত্রী মনোয়ারা খাতুন (৫০), মীরপুর থানার ইশেলমারি গ্রামের সিরাজুল ইসলামের মেয়ে রিতা খাতুন (২১), পৌর এলাকার এরশাদপুর গ্রামের আতিয়ার রহমানের মেয়ে রিয়া খাতুন (২১)।

এঘটনায় আলমডাঙ্গা থানায় অনৈতিক ঘটনায় ২৯০ ধারায় মামলা দায়ের করেছে। গতকাল রবিবার বিকেলে সংশ্লিষ্ট মামলা আদালতে সোর্পদ করা হয়।

দর্শনা সীমান্তে অবৈধ অনুপ্রবেশের অপারাধে বিজিবি’র হাতে আটক ১

দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনা থানার ঠাকুরপুর সীমান্তে ভারত থেকে অবৈধ অনুপ্রবেশকালে এক বাংলাদেশী নাগরিককে আটক করেছে ঠাকুরপুর বিজিবি ক্যাম্প।

জানাগেছে, বৃহস্পতিবার দুপুর সাড়ে ১২ টার দিকে ঠাকুরপুর ক্যাম্পের বিজিবি সদস্যগণ নিয়মিত টহল ডিউটি করা কালীন অবৈধ ভারত থেকে আসা এক বাংলাদেশী নাগরিককে আটক করে।

আটককৃত ব্যক্তি পাসপোর্ট,ভিসা বা কোনো সন্তোষজনক উত্তর দিতে না পারায় তাকে ভারত হতে বাংলাদেশের সীমান্তে অনধিকার প্রবেশ করার দায়ে তাকে আটক করে। সে দর্শনা থানাধীন কুড়ালগাছি ইউনিয়নের চাকুলিয়া গ্রামের মাঠের মধ্যে ভারতীয় সীমান্তে ৮৭ নং পিলারের নিকট হতে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে দর্শনা থানাধীন কুড়াল গাছি ইউনিয়নের চাকুলিয়া গ্রামের মাঠের মধ্যে ভারতীয় সীমান্তের বাংলাদেশের নোয়াজ্জেস হালসোনা(৪২),কে আটক করে। সে চাকুলিয়া গ্রামের ফজলে লতিফের ছেলে।

এ ঘটনায় ঠাকুরপুর ক্যাম্প কমান্ডার বাদি হয়ে অবৈধ অনুপ্রবেশের ঘটনায় দর্শনা থানায় মামলা দায়ের করছে।
এ ঘটনায় দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ এ এইচ এম লুৎফুল কবির ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে বলেন অবৈধ অনুপ্রবেশের দায়ে তার বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে।

মুজিবনগরে ৪০ বোতল ফেনসিডিলসহ মাদক ব্যাবসায়ী আটক

মেহেরপুরের মুজিবনগরে ৪০ বোতল ফেনসিডিলসহ শাওন আলী(৩৫) নামের এক মাদক ব্যাবসায়ীকে আটক করেছে মুজিবনগর থানা পুলিশ।

বুধবার বেলা ১২ টার দিকে দারিয়াপুর বাজারের থেকে দারিয়াপুর ঘোষ পাড়া অভিমুখে রাস্তা থেকে তাকে আটক করা হয়। আটকৃত শাওন আলী মুজিবনগর উপজেলার দারিয়াপুর ঘোষপাড়ার খোকন আলী শেখের ছেলে।

মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ মেহেদী রাসেল জানান,আটককৃত শাওন আলী একটি বাজার করা প্লাষ্টিকের ব্যাগে করে ফেনসিডিল নিয়ে বিক্রির উদ্যেশে দারিয়াপুর বাজারে অবস্থান করছে এমন গোপন সংবাদের ভিত্তিতে এসআই উত্তম,এসআই বিপ্লব ও এসআই সাহেব আলী সেখানে অভিযান চালায়।

অভিযান চলাকালীন সময়ে দারিয়াপুর বাজার হতে ঘোষ পাড়া অভিমুখে জমির উদ্দীনের বাড়ির পিছনে রাস্তা থেকে তাকে হাতেনাতে আটক করে। তার নামে মাদক নিয়ন্ত্রন আইনে মামলা দিয়ে কোর্টের মাধ্যেমে জেল হাজতে পাঠানো হবে বলেও তিনি জানান।

গাংনীতে হেরোইনসহ একজন আটক

মেহেরপুরের গাংনীতে ৫ গ্রাম হেরোইনসহ আশরাফুল আলম(৪২) নামের এক মাদক কারবারিকে আটক করেছে থানা পুলিশ। গতকাল মঙ্গলবার(১৭ জানুয়ারী) বিকাল ৫টার দিকে তেতুঁলবাড়িয়া হাজিপাড়া মসজিদের সামনে থেকে গ্রপ্তার করে।আশরাফুল আলম গাংনীর খাসমহল গ্রামেন নফল মালিথার ছেলে।

গাংনী থানার ওসি আব্দুর রাজ্জাক জানান, হেরোইন কারবারি আশরাফুল

আলম হেরোইন নিয়ে অবস্থান করছে মর্মে খবরের ভিত্তিতে এসআই মাসুদ ও সঙ্গীয় ফোর্স অভিযান চালায়। এসময় তার দেহ তল্লাশী করে হেরোইন পাওয়া গেলে তাকে গ্রেপ্তার করে। তার বিরুদ্ধে মাদক মামলাসহ বুধবার মেহেরপুর আদালতে প্রেরণ করা হবে।

মেহেরপুরে ১৫০পিস ইয়াবাসহ যুবক আটক

মেহেরপুর সদর উপজেলার শ্যামপুরে অভিযান চালিয়ে ১৫০ পিস ইয়াবাসহ ইমরান ওরফে শাকিল আহমেদ (২৪) নামের এক যুবককে আটক করেছে জেলা গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশ।

গতকাল রবিবার (১৫ জানুয়ারী) দিবাগত রাত সাড়ে ১১ টার দিকে ডিবির পরিদর্শক রত্নেস্বর কুমার মণ্ডলের নেতৃত্বে ডিবি একটি টিম রফিকুল ইসলামের বাড়ীর সামনে ১৫০ পিস ইয়াবাসহ তাকে আটক করা হয়। অভিযানে এসআই আশরাফুল, এসআই শাহিনুর ও এএসআই হেলাল উদ্দীনসহ সঙ্গীয় ফোর্স অংশ নেন।

আটক শাকিল আহমেদ ঝিনাইদহ জেলার কোটচাঁদপুর উপজেলা শহরের তিন নং ওয়ার্ডের জাবেদ আলীর ছেলে।
ডিবির ওসি সাইফুল আলম জানান, শ্যামপুর গ্রামে মাদকসহ একজন অপেক্ষা করছে এমন গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালানো হয়। ডিবি পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে ইমরান ওরফে শাকিল পালানোর চেষ্টা করে। পরে তাকে আটক করা হয়।
এ ঘটনায় মেহেরপুর সদর থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে। আজ সোমবার (১৬ জানুয়ারী) আটক ইমরানকে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হবে।

কোটচাঁদপুরে ডিবি পুলিশের অভিযানে ফেন্সিডিলসহ আটক ১

কোটচাঁদপুরে ডিবি পুলিশ অভিযান চালিয়ে ফেন্সিডিল সহ আটক করেছেন মাদক কারবারি রাকিবুল ইসলাম কে। গতকাল শুক্রবার তারিখে পৌরসভাধীন নওদা গ্রাম সড়ক থেকে তাকে আটক করা হয়।

জেলা গোয়েন্দা শাখার পুলিশ পরিদর্শক (ওসি) মোঃ শাহিন উদ্দিন জানান, ডিবি পুলিশের একটি চৌকস দল গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালান কোটচাঁদপুর থানাধীন নাওদাগ্রাম,বলাবাড়িয়াগামী রাস্তায়। এ সময় পাশে সোলেমান পোদ্দারের আম বাগানের সামনে থেকে মাদক ব্যবসায়ী রাকিবুল ইসলাম (২২) কে আটক করা হয়। উদ্ধার করা হয় ২০ বোতল ফেন্সিডল। রাকিবুল ইসলাম পৌরসভার সলেমানপুর গ্রামের মৃধা পাড়ার আবেদুল ইসলামের ছেলে।

এ বিষয়ে কোটচাঁদপুর মডেল থানার ডিউটিরত উপ-পরিদর্শক (এসআই) সাজ্জাদ হোসেন জানান, জেলা গোয়েন্দা পুলিশ রাকিবুল ইসলাম নামের এক মাদক কারবারিকে আটক করে থানায় দিয়ে গেছেন। তাঁর বিরুদ্ধে মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা রুজু করা হয়েছে।

আজ শনিবার রাকিবুল ইসলাম কে ঝিনাইদহ আদালতে পাঠানো হয়েছে। মামলা নম্বর ৩/২৩।

দর্শনায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের অভিযানে আটক ২

দর্শনায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর পৃথক দুটি মাদক বিরোধী অভিযান চালিয়েছে। এ অভিযানে দর্শনা ঈশ্বরচন্দ্রপুরে দু’সহদর রাজ্জাক ও ওয়াসীমকে মাদক সহ আটক করা হয়েছে। এদের মধ্যে একজনকে ইয়াবা ও অপরজনকে ফেনসিডিল সহ আটক করা হয়।

চুয়াডাঙ্গা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের পরিদর্শক আব্দুল্লাহ

আল মামুন জানান, আজ বৃহস্পতিবার বিকাল ৩ টার দিকে চুয়াডাঙ্গা জেলা বিজ্ঞ নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটে ও সরকারি কমিশনার মোঃ সাদাত হোসেন এর নেতৃত্বে মাদক বিরোধী অভিযান চালানো হয় দর্শনা ঈশ্বরচন্দ্রপুর গ্রামে। এ সময় দর্শনা পৌরসভার ঈশ্বরচন্দ্রপুর গ্রামের স্কুলপাড়ায় অভিযান পরিচালনাকালে আনারুল ইসলামের ছেলে আব্দুর রাজ্জাক (৩০) বসতঘরে তল্লাসী চালিয়ে ২১ পিস ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার সহ তাকে আটক করা হয়।

পরে আটককৃত আসামীকে ৫ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও ১শত টাকা অর্থদণ্ড প্রদান করে জেল হাজতে প্রেরণ করেন।

এ রায় প্রদান করেন চুয়াডাঙ্গা জেলা বিজ্ঞ নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটে ও সহকারি কমিশনার মোঃ সাদাত হোসেন।

পৃথক আরেকটি অভিযানে আজ বৃহস্পতিবার বিকাল ৪টার দিকে একই অভিযানিক দল মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালনা করেন ঈশ্বরচন্দ্রপুর গ্রামের স্কুলপাড়ায় রাজ্জাকের বড় ভাই ওয়াসিমের (৩৬) নিজ বসতঘরে। এ অভিযানে তার বসতঘর হতে ৮ বোতল ফেনসিডিলসহ তাকে আটক করা হয়।

আটককৃত আসামী ওয়াসীমের বিরুদ্ধে দর্শনা থানায় একটি নিয়মিত মামলা দায়ের করা হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার ওয়াসিমের বিরুদ্ধে মাদক আইনে মামলাসহ চুয়াডাঙ্গা কোর্ট হাজতে প্রেরন করেছে।

দামুড়হুদায় মাদক বিরোধী অভিযানে গাঁজাসহ আটক ১

দামুড়হুদায় জেলা গোয়েন্দা শাখার (ডিবি) মাদক বিরোধী অভিযানে দুই কেজি গাঁজা সহ এক জনকে গ্রেফতার করেছে। গ্রেফতারকৃত হলেন উপজেলার ইব্রাহিমপুর গ্রামের শহিদ বিশ্বাসের স্ত্রী সানোয়ারা বেগম সানু (৫২)। গত রবিবার বেলা ৩টার দিকে আটককৃত আসামির বাড়ির সামনের পাকা রাস্তার উপর থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়।

চুয়াডাঙ্গা জেলার পুলিশ সুপার জনাব আব্দুল্লাহ্ আল-মামুনের দিক

নির্দেশনায় জেলা গোয়েন্দা শাখার অফিসার ইনচার্জ জনাব শেখ সফিকুর রহমানের নেতৃত্বে এসআই শহিদুল বাশার, এসআই শিহাব উদ্দিন, এএসআই শ্রী রমেন কুমার সরকার, এএসআই সাজদার রহমান সঙ্গীয় ফোর্সসহ গোপন সংবাদের ভিত্তিতে দামুড়হুদা থানাধীন ইব্রাহীমপুর গ্রামস্থ গ্রেফতারকৃত আসামী সানোয়ারা বেগন সানু’র নিজ বসত বাড়ির সামনে পাকা রাস্তার উপর থেকে তার ডান হাতে থাকা কাপড়ের ব্যাগ হতে ২ কেজি গাঁজা ও অবৈধ গাঁজা বিক্রয়ের ৭শত পঞ্চাশ টাকা উদ্ধার পূর্বক তাকে গ্রেফতার করা হয়। পরে আসামিকে দামুড়হুদা মডেল থানায় হস্তান্তর করা হয়। গ্রেফতারকৃত আসামীর বিরুদ্ধে দামুড়হুদা মডেল থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা রুজু করা হয়।

এবিষয়ে দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি ফেরদৌস ওয়াহিদ ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, আসামির বিরুদ্ধে থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা রুজু করা হয়েছে। আজ (মঙ্গলবার) বিজ্ঞ আদালতে সোপর্দ করা হবে।

মুজিবনগরে মহিলা জামায়াতের ৮ নেতা কর্মী আটক, সাংগাঠনিক বই জব্দ

সরকার বিরোধী গোপন বৈঠক চলাকালীন সময়ে সাংগঠনিক বইসহ জামায়াতের ৮ নারী কর্মীকে আটক করেছে মুজিবনগর থানা পুলিশ।

শুক্রবার সকাল সাড়ে ১১ টার সময় মুজিবনগর থানার ওসি মেহেদী রাসেলের নেতৃত্বে উপজেলার গোপালনগর গ্রামের মোশারফ মাষ্টারের বাড়িতে অভিযান চালিয়ে পুলিশ তাদের আটক করে।

আটকৃতরা হলেন- উপজেলার গোপালনগর গ্রামের মোশাররফ হোসেনের স্ত্রী রকেয়া খাতুন (৪২), শিবপুর গাজী পাড়ার হুমায়ুন কবিরের স্ত্রী শম্পা খাতুন (২৮), মোনাখালীর গ্রামের উত্তর পাড়ার ইজদানের স্ত্রী ফাতেমা খাতুন (৪০), মোনাখালী বাজার পাড়ার নয়ন মিয়ার স্ত্রী হানিফা আক্তার বিউটি (৩৪), শিবপুর মসজিদ পাড়ার চাঁদ

আলীর স্ত্রী হাফিজা খাতুন (৩৮), রামনগর মধ্যপাড়ার দরুদ আলীর স্ত্রী রেজমিনা খাতুন (৪৪), শিবপুর গলাকাটা পাড়ার নজরুল ইসলাম মালীতার স্ত্রী সালেহার খাতুন (৪০) এবং বিশ্বনাথপুর বড় মসজিদ পাড়ার আনোয়ার হোসেনের স্ত্রী সুমাইয়া জান্নাতি (২৫)।

মুজিবনগর থানার ওসি জানান, সরকার বিরোধী গোপন বৈঠক করছেন এমন খবরের ভিত্তিতে সেখান অভিযান চালানো হয়। অভিযানে তাদের কাছে থেকে, ২০২৩ সালের জামায়াত ইসলামের মহিলা বিভাগের বার্ষিক পরিকল্পনা বই, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সকল পর্যায়ের জনশক্তির প্রতি আমীরে জামায়াতের আহ্বান, সংগঠন পদ্ধতি, ইসলাম ও জাহেলিয়াত, পবিত্র সীরাতন্নবী (সা:) উপলক্ষে বাংলাাদেশ জামায়াত ইসলামীর আহবান, দ্বীন ইসলামের ১৫টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সঠিক ধারণা, ইমানের হাকীকত, নামায রোজার হাকীকত, তাফহীমুল কুরআন, আদর্শ মানব মুহাম্মদ (সা:)কুরআন ও হাদীসের আলোকে রাসুল মুহাম্মদ (সা:) দ্বীন প্রতিষ্ঠায় মহিলাদের দায়িত্ব, বিষয় ভিত্তিক কোরআন ও হাদীস, ইসলামী সংগঠন, ইসলামী আন্দোলন, জামায়াত এবং জামায়াত নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র, ইসলামী ছাত্রী সংস্থাসহ প্রায় ৮০টি বিভিন্ন প্রকারের বই জব্দ করা হয়েছে।

মুজিবনগর থানার ওসি মেহেদী রাসেল আরো জানান আটক জামায়াতের নারী নেতা কর্মীরা সরকার সম্পর্কে বিদ্বেষ বিতৃষ্ণা ও মিথ্যা রটনা ছড়িয়ে নাশকতকা সৃষ্টিসহ জনগণের মধ্যে আতংক সৃষ্টির মাধ্যমে আইনশৃংখলার অবনতি করার লক্ষে ২০/২৫ জন নারী সরকার বিরোধী সন্ত্রাস ও নাশকতা কার্যকলাপ করার উদ্যেশ্যে পরিকল্পনা ও মিটিং করছিল। আটকদের বিরুদ্ধে বিশেষ ক্ষমতা আইনে এজাহার নামীয় ৮ জন ও অজ্ঞাতনামা আরো ১২/১৫ জনকে আসামি করা হয়েছে। আটক নারী নেতা কর্মীদের আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণের প্রস্তুতি চলছে।

দামুড়হুদার জয়রামপুর কাঠালতলা

বাজারের পান চোর আটক

দামুড়হুদার জয়রামপুর কাঠালতলা বাজারের নাইট গার্ডের হাতে পান সহ এক চোর আটক হয়েছে। গতকাল বুধবার ভোর ৫টার দিকে।

দামুড়হুদা উপজেলার হাউলী ইউনিয়নের জয়রামপুর গ্রামে প্রতিনিয়ত কৃষকের স্বপ্ন পান চুরি। গতকাল ভোর পাঁচটার দিকে জয়রামপুর কাঁঠালতলা বাজারের নাইট গার্ড সাহাবুল হোসেন সন্দেহ জনকভাবে একজনকে জিজ্ঞাসা করে এবং তার হাতে থাকা বড় ব্যাগে কি আছে তা দেখতে চাই।

এতে ওই ব্যক্তি আপত্তি জানিয়ে চলন্ত একটি পাখি ভ্যানে উঠে পালিয়ে যেতে চাই। তখন নাইট গার্ড সাহাবুল অনেক ধস্তাধস্তি করে। পরে পান চোর পালানোর চেষ্টা করে, তখন নাইট গার্ড পান চোর কে তারিয়ে ধরে। এবং তার ব্যাগ চেক করে দেখা যায় আনুমানিক ৫০ থেকে ৬০ পন পান আছে।

আটককৃত পান চোর চুয়াডাঙ্গা জেলার জীবননগর উপজেলার সীমান্ত ইউনিয়নের গোয়ালপাড়া গ্রামের মৃত ফজর আলী মন্ডলের ছেলে মোহাম্মদ মিরাজুল ইসলাম (৬০) ।

পান চোর মিরাজুল ইসলাম পেশায় একজন ফল ব্যবসায়ী। পরে নাইট গার্ড সাহাবুল বাজার কমিটির জানাই। বাজার কমিটির লোকজন এসে জিজ্ঞাসাবাদ করে জানতে পারে তার ব্যাগে আছে ৫০ থেকে ৬০ পন পান। এই পানগুলো কাঁঠাল তোলার নিকটবর্তী জয়রামপুর বাগানপাড়া আকবর আলীর ছেলে শহীদ এর পান খেত থেকে চুরি করা হয়।

জানাজানি হলে পানের মালিক শহীদ ঘটনাস্থলে আসে এবং তার সত্যতা যাচাই করে। শহীদের কাছে জানতে চাইলে শহীদ বলে গতরাতে ১৭ পিলি পান চুরি হয়েছে। পরে স্থানীয়রা পান চোর মিরাজুল কে দামুড়হুদা মডেল থানা পুলিশের হাতে সদর্পণ করে।

এ বিষয়ে দামুড়হুদা মডেল থানার এসআই শেখ তৌহিদুর রহমান বলেন, এটা একটা চোর চক্রের কাজ। সরাসরি অভিযুক্ত ব্যক্তি ক্ষেত থেকে পান চুরি করে নাই এর পিছনে অনেকেই জড়িত থাকতে পারে।